কুঁচো চিংড়ির কৃতজ্ঞতা

সংকলনে ▲ বদরে আলম

www.pathagar.com

কুঁচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা

সংকলনে ঃ বদরে আলম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৬৫

প্রথম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২১
শ্রাবণ	১৪০৭
জুলাই	২০০০

বিনিময় ঃ ৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

KUCOCINRI KERTOGGOTA Collected by Badra Alam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 30.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছোট কিশোর ভাই বোনেরা। ভালো ভালো গল্প কাহিনী তোমরা খুঁজে বেড়াও। পেলে সংগে সংগে পড়ে ফেলো। তোমাদের অনেকের অভ্যাস এটা। কারণ এইসব গল্প কাহিনী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আবার এগুলির সাহায্যে নিজের জীবনও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়। একটা ভালো গল্প একটা হীরের টুকরোর মতো। যার কাছে থাকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং তার মূল্য বাড়িয়ে দেয়।

তাই তোমাদের জন্য এই গল্পগুলি আমি সংগ্রহ করেছি। ফুলকুঁড়ি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে। তোমরা এগুলি পড়ে যেমন খুশি হবে, লাভবান হবে তেমনি যারা এগুলি লিখেছে তোমাদের জন্য তারাও খুশি হবে। তাই তাদেরকে জানাই মুবারকবাদ।

—বদরে আলম

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. কুঁচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা ৯
২. জাহিনের চারটি পাখি ১৭
৩. জাম তলায় শ্মশান ঘাট ২৭
৪. বিচার ৩৪
৫. পাখির মায়ের কান্না ৪১

www.pathagar.com

কুঁচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা

বুলবন ওসমান

বাজার এলেই সুফেন দৌড়ে আসে। তার নজর শুধু মাছের থলির দিকে। মাছের থলিতে ছোট ছোট মাছ থাকলে সে খুশী। ইলিশ, রুই বা অন্য বড় মাছ হলে সে নিরাশ। বড় মাছ অচেনা হলে দাদুকে জিজ্ঞেস করে, 'দাদু, এটা কি মাছ ?'

দাদুর জবাব পেয়ে চুপ, আর কিছু বলবে না।

www.pathagar.com

ছ' বছর বয়সে বেশ কিছু মাছের নাম শিখে ফেলেছে সে। অবশ্য এখনো তার অনেক মাছ চেনা বাকি।

শীতকালে ডোবা আর পুকুরের পানি যখন কমে যায়, বাজারে তখন নানা রকম কুঁচো মাছ ওঠে। বিশেষ করে ডোবা ছেঁচা মাছ। পুঁটি, বেলে, মেনি, ট্যাংরা, পাবদা, কুঁচোচিংড়ি জাতীয় মাছ। মাছ যদি মারা হয় তাহলে সুফেন হাত দেবে না। জ্যান্ত হলে খুব খুশী।

একদিন এলো চিঁয়ো মাছ। থলি থেকে ঢালতেই সব লাফালাফি শুরু করে দেয়। তাই দেখে সুফেন খুব খুশী।

দাদু, দাদু এগুলো কি মাছ?

চিঁয়ো মাছ।

আমি একটা নিই?

কি করবে?

আমি পানি দিয়ে রেখে দেবো।

বলেই সুফেন দৌড়।

ঘরের পেছন থেকে একটা পুরোনো মালা নিয়ে হাজির।

মালায় পানি ভরে একটি ছোট মাছ ছেড়ে দেয়।

মাছটা লেজ দুলিয়ে কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরলো, তারপর কানের পাশের পাখা দু'টো নেড়ে নেড়ে ভাসতে থাকলো।

সুফেনের সব খেলা বন্ধ। মালার কাছে চুপ করে বসে থাকে।

ঘরের পেছনে একটা কলের প্যাঁচ কিছুটা ঢিলে, তাই ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে। কলের নীচটা বাঁধান। একটা ছোট আমগাছ আছে। তার ছায়ায়

www.pathagar.com

জায়গাটা ঠাণ্ডা। খানিক পর মালাটা নিয়ে সুফেন কলতলায় গেল। এই ছায়ায় মালাটা রাখবে। তার ধারণা ঠাণ্ডা জায়গায় মাছ ভালো থাকবে।

কলের নীচে মালাটা রেখে সে ছুট লাগায় রান্না ঘরে। কিছু চাল আনা দরকার। মাছকে খাওয়াতে হবে। এতক্ষণে নিশ্চয় মাছের খুব খিদে লেগেছে।

চালের টিন খুলতে দেখে দাদু বললে ঃ
সুফেন, চালের টিন খুলছ কেন ?
দাদু, মাছকে খাওয়াব।
মাছ কি শক্ত চাল খেতে পারবে ?
পানিতে ভিজে নরম হয়ে গেলে খাবে।
আচ্ছা, ঠিক আছে। কম করে নাও।
জি, আচ্ছা।

চালের টিন বন্ধ করে অল্প চাল মুঠোয় পুরে সুফেন ছুট লাগায়।

কলতলায় গিয়ে দেখে মালা খালি। উল্টে পড়ে আছে। মাছ নেই।
সে হকচকিয়ে যায়।
এই অল্প সময়ের মধ্যে কি হোলো ?
সারা মুখ তার কালো।

দাদু, মাছ নেই। চাল এনে দেখি নেই। মালা উল্টে পড়ে আছে।

তাই ত ! মাছ গেল কোথায় ?

হঠাৎ সুফেন ওপর দিকে চেয়ে দেখে আমগাছে একটা কাক বসে ঠুকরে ঠুকরে কি যেন খাচ্ছে।

www.pathagar.com

সুফেনের দেখাদেখি দাদুও গাছের দিকে চেয়ে দেখে বলে, ঐ কাকটা মাছ খাচ্ছে। তুমি ওদিকে চাল আনতে গেছ, এদিকে ও মাছ নিয়ে পালিয়েছে। যা হতচ্ছাড়া ..... বলে হাত নাড়াতেই কাকটা মাছ নিয়ে পালিয়ে গেল।

সুফেনের মন খারাপ। একটা মাছ গেছে আর একটা ত চাইতে পারে না, মাছের খুব দাম। একটার দামই প্রায় কুড়ি পয়সার মত।

আর একদিন কুঁচো মাছের মধ্যে একটা ছোট মাছ দেখে সুফেন দাদুকে জিজ্ঞেস করলে ঃ এটা বানমাছ, দাদু ?

না। পাঁকাল মাছ। পাঁকাল মাছ বান মাছের মতই, তবে অত বড় হয় না।

মাছটা জ্যান্ত থাকায় সুফেন মালায় ভরে রাখলো। তবে আজ আর খোলা রাখে না, খুব ভালো করে ঢাকা দেয়।

ঘন্টাখানেক পরে সুফেন ঢাকনি খুলে দেখে মাছটা মরে ভাসছে।

দাদুর কাছে এনে বললে, দাদু, মাছটা না মরে গেছে।

www.pathagar.com

কি আর করবে, ফেলে দাও।

সুফেন আজ নিজেই কাককে মাছটা দিয়ে দিলো। কাক ছোঁ মেরে মাছটা নিয়ে গেল।

দিন সাতেক পর আবার বাজার এলে সুফেন ছুটে আসে।

মাছের থলি থেকে কুঁচোচিংড়ি বেরোলে সে খুব খুশী। মাছগুলো জ্যান্ত। একটা মাঝারি রকমের মাছকে সে মালার মধ্যে রাখল। চাল দিল খেতে। সারাদিন গেল। বিকেল প্রায় শেষ। সুফেন দেখে মাছটি তখনো বেঁচে।

হঠাৎ সুফেনের মনে হলো মাছটিকে ছেড়ে দিলে কেমন হয়। সে দাদুকে গিয়ে বললে, দাদু মাছটাকে পুকুরে ছেড়ে দিই?

তা তোমার যখন ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়েছে ছেড়ে দাও।

ঘরের কাছে আছে একটা পুকুর। এক পাশে সান বাঁধান।

সুফেন চাতাল মত সিঁড়িতে নেমে মাছটিকে ছেড়ে দিলে।

মাছটা আস্তে আস্তে পিছু হটে এক সময় চোঁ করে এগিয়ে যেতে লাগল। জল স্বচ্ছ বলে তার চলে যাওয়াটা সুফেন দেখতে পেল। তার খুব ভালো লাগে।

ঘরে ফিরে সে দাদুকে বললো, মাছটিকে না ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

ভাল করেছ।

মাছটা কেমন সোঁ সোঁ করে চলে গেল।

আচ্ছা।

বেশ কয়েক দিন পর পুকুর পাড়ে গেছে সুফেন। চিংড়িটার কথা তার মনে আছে। সে ঘাটের শেষ ধাপে নেমে যায়। চাতালে চিংড়ি মাছকে দেখা যায় কিনা ভেবে সে দেখার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

বিকেলের ছায়া পড়েছে সিঁড়িতে। ঠাণ্ডায় মাছ ঘাটের ওপর উঠে আসে। বিশেষ করে হাঁড়ি আর থালা বাটি ধোবার ফলে এঁটো ভাত তরকারীর জন্যে।

পুকুরের ওপরের দিকে একটি লোক পানিতে নেমে জাল ঠেলে ঠেলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। আশপাশে আর কেউ নেই।

চাতালটায় কোন মাছ নেই। এর নীচের সিঁড়িতে মাছ আছে কিনা ভেবে সুফেন চাতালে নামে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। গলা বাড়িয়ে পরের সিঁড়িতে উঁকি দিতে গেছে যেই, শ্যাওলাভরা চাতালে পা গেল পিছলে।

গভীর জলে গিয়ে পড়ে সে।

দু' হাত ছুঁড়তে থাকে। পানি খেয়ে ফেলায় কাউকে ডাকবে তার সুযোগ পাচ্ছে না।

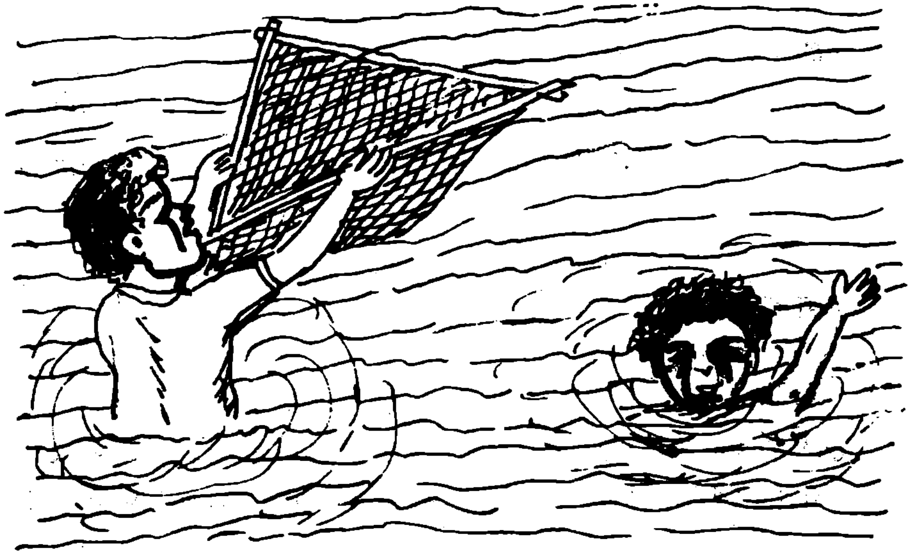

www.pathagar.com

ঘাটের পাশেই ছিল সেই কুঁচোচিংড়িটা, যাকে সুফেন ছেড়ে দিয়েছিল। সুফেনকে দেখেই সে চিনতে পারে। সে যে বিপাকে পড়েছে এটাও বুঝতে পারে। চিংড়িটা ভেবে পায় না কিভাবে সুফেনকে সাহায্য করবে।

একটা বড় কাছিম ছিল কাছে।

কুঁচোচিংড়ি তড়াক করে তার কাছে গিয়ে বললে, ছেলেটাকে একটু সাহায্য কর কাছিম ভাই, ছেলেটা ডুবে যাচ্ছে।

যাক ডুবে ! মানুষরা আমাদের মারে। কোন সাহায্য করতে পারব না।

না, না ছেলেটা আমাকে বাঁচিয়েছে। না হয় কবেই শেষ হয়ে যেতাম।

আমি পারব না। বিরক্ত করো না।

চিংড়ি কি করবে। এতটুকু শরীর তার। ঠেলে ত আর তুলতে পারবে না।

কাছেই ছিল বোয়াল। তার সাহায্য চাইল। বোয়ালও রাজী হলো না।

কি করবে চিংড়ি। তার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে, যদি কিছু না করতে পারে, দুঃখ রাখার আর জায়গা থাকে না।

চিংড়ির মাথায় তখন হঠাৎ করে বুদ্ধি খেলে। সে চোঁ চোঁ করে পুকুরের এপার থেকে ওপারে সাঁতরে যায়। যে লোকটা জাল ঠেলে মাছ ধরছিল সে এদিকে ছিল পিছু ফিরে।

চিংড়ি ছুটে গিয়ে তার পায়ে মারলে মাথার কাঁটা দিয়ে গুতো।

উহ্। বলে পিছু ফিরতেই লোকটা দেখে একটা ছোট ছেলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে সুফেনকে টেনে তোলে।

পেটে চাপা দিয়ে মুখ নীচু করে পানি বের করে দেয়।

কুঁচোচিংড়ি তখন চাতালে উঠে এসেছে।

সুফেনকে সুস্থ হতে দেখে তার খুব খুশী লাগছে। মনের আনন্দে সে লাফিয়ে ওঠে একটা শাপলা পাতায়।

সুফেন মাছটাকে দেখতে পায়। আর মাছটাকে তার খুব চেনা চেনা মনে হলো।

www.pathagar.com

জাহিনের চারটি পাখি

মাফরুহা চৌধুরী

সেদিন এক পাখিওয়ালা এলো একটি বারের দু' পাশে অনেকগুলো খাঁচা ঝুলিয়ে। খাঁচা ভর্তি কত রং-বেরংয়ের পাখি সব। কোনটার গায়ের রং হলুদ, ঠোঁট লাল, পা সাদা, কোনটার গায়ের রং মেটে, গলার কাছে

৩—

www.pathagar.com

খানিকটা কালো, লেজ সোনালী আর ঠোঁট দু'টো একেবারে ঝক্‌ঝকে রূপার মত। টিয়া-ময়নাও আছে।

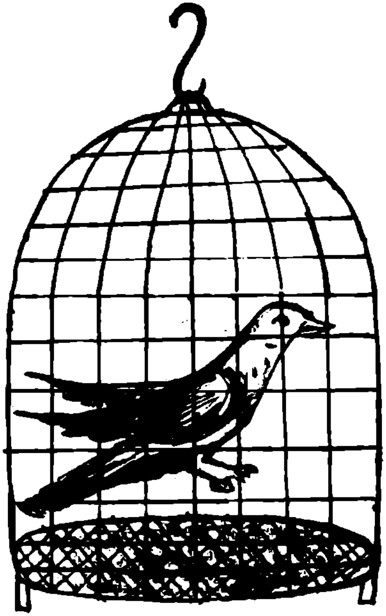

কাকলিদের বাড়িতে ঠিক অমনি একটা ময়না আছে। কী সুন্দর কথা বলে। জাহিন একদিন দেখতে গিয়েছিলো। জাহিনকে দেখে ময়না বলেছিলো ঃ কাকলি, কাকলি মেহমান এসেছে, বসতে দাও।

কাকলির আব্বা নাকি দুই হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন ওটা।

জাহিনের কী যে লোভ হলো! পাখিওয়ালাকে সে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলো। নিয়ে এসে আম্মার সঙ্গে লাগিয়ে দিলো জুলুম। আম্মা তো দাম শুনে একেবারে থ। ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে দিলো সে। কেঁদে কেঁদে বললো, "ময়না পাখির দাম বেশি। না হয় না দিলে, ছোটগুলোর থেকেই কিনে দাও।"

www.pathagar.com

আম্মা ক্ষেপে উঠলেন এবার—এমন বাতিকওয়ালা ছেলে তো দেখিনি বাপু ! যা চাইবে, তাই ! একটুখানি পাখি, তার দাম শুনে তো অবাক ! এ কি সম্ভব !

জাহিন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলো। কিন্তু কপাল ভালো, ঠিক সেই সময়ই আব্বা এসে উপস্থিত। আব্বা পাখিওয়ালার সঙ্গে দাম-দর করতে লাগলেন। আর এদিকে জাহিনের বুকের ভেতরে টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো —কি বুঝি হয়। পাখিওয়ালার সঙ্গে আব্বার রফা হয় কিনা !

আব্বা পাখি তো কিনে দিলেনই, সঙ্গে খাঁচাটাও। কী যে আনন্দ। উঃ। কী সুন্দর যে পাখিগুলো আর খাঁচাই বা কি ! দাম চুকিয়ে দিয়ে আব্বা খাঁচাখানা জাহিনের হাতে দিলেন।

খুশীতে ডগমগ হয়ে খাঁচা নিয়ে জাহিন পড়ি কি মরি করে ছুটলো ওপরে। আব্বা ডেকে বললেন, আরে, শুনে নিলে না ওদের কি খাওয়াতে হয় !

তাই তো ! একেবারেই খেয়াল হয়নি জাহিনের। সে কথা পাখিওয়ালা বলে দিলো, ঘাসের বীচি, কাওন খাওয়াতে। পাখিওয়ালা বেশ ভালো মানুষ। এগিয়ে এসে সে জাহিনের হাতে ঘাসের বীচির একটি ঠোঙা দিলো। আর বললো, এ দিয়ে আজ চলবে। কাল বাজার থেকে আবার আনিয়ে নেবেন।

পাখিওয়ালার এমনি কথা জাহিনের খুব ভালো লাগলো। ও বললো, তুমি মাঝে মাঝে এসো পাখিওয়ালা ! ওর কথায় পাখিওয়ালাও খুব খুশী হয়ে মাথা নেড়ে জানালো, আসবে।

www.pathagar.com

এতো খুশীতেও মনের ভেতরে ভয় থেকে গেল। আম্মা বুঝি কি বলেন! আম্মা বারণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আব্বার কাছ থেকে কিনে নিয়েছে সে। আম্মা তো আর জানে না যে, আব্বাকে সে কিছু বলেনি! আব্বা নিজের থেকেই তো কিনে দিয়েছেন।

কিন্তু আম্মা পাখি দেখে খুশী হলেন। যাক্, বাঁচা গেল। আর খুশী হবেনই না কেন। পাখিগুলো দেখতে যে খুবই সুন্দর। ছোট্ট ছোট্ট চড়ুই পাখিগুলোর চাইতেও ছোট। লেজটা কুচকুচে কালো। ঠোঁট দু'টো রূপার মত চকচকে। পা দু'টো হলুদ। সব মিলিয়ে কী যে ভালো লাগে দেখতে।

জাহিন আজকাল খুব ভোরে ওঠে ঘুম থেকে। উঠে এসে পাখির খাঁচার কাছে তার মোড়াটা নিয়ে বসে। আগে সে কাছে আসতেই ওরা ছুটাছুটি লাফালাফি করতো। আজকাল আর কিছু বলে না। জাহিনের সামনেই গোসল করে, খায়। খাঁচার ভেতরেই দু'টো বাটি দেয়া আছে, ওর একটাতে পানি থাকে, আরেকটাতে থাকে খাবার। খায় কি সুন্দর করে ঘাসের বীচিগুলো একটি একটি করে খোসা ছাড়িয়ে। জাহিন অবাক হয়ে দেখে ওদের খাওয়া।

খাঁচাটা রেখেছে সে একটি ছোট টেবিলের ওপরে। আম্মু দিয়েছেন ঠিক করে। আর সেই টেবিলের ওপর যাতে ময়লা না লাগে তার জন্যে এক টুকরো অয়েল ক্লথও বিছিয়ে দিয়েছেন।

হাঁটুর ওপর কনুই বসিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে জাহিন একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবে, ওরা নিশ্চয়ই তাকে আপন বলে ভেবে নিয়েছে।

www.pathagar.com

কথা বলতে না পারলে কি হবে, জাহিন ঠিক বুঝতে পারে। ওই যে কেমন পিট পিট করে তাকায় ওর দিকে।

জাহিন ভাবে এমনি কত সব কথা। ঠিক এ সময় দু'টো চড়ুই বাইরে থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে ঢুকে একেবারে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জাহিন লক্ষ্য করলো, যেন চারটি পাখিই ওদের দিকে কেমন করুণভাবে তাকিয়ে আছে। জাহিনেরও মনে হতে লাগলো অনেক কথা। একদিন যেমন নীলু, টুটুল ডাকতে এসেছিলো ওকে খেলতে। কিন্তু আম্মা যেতে দেননি। ও কী যেন একটা দুষ্টুমি করেছিলো, তাই।

জাহিন একা একা বসে খুব কেঁদেছিলো। বিকেলের দুধ খায়নি, কাপড় বদলায়নি। কিছু করেনি। চুপটি করে বসেছিলো।

জাহিনের মনে হলো আহা, চড়ুইগুলোকে বাইরে যেতে দেখে ওদের নিশ্চয়ই খুব বাইরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। চড়ুইগুলো এখন কোথা থেকে কোথায় যাবে খোলা আকাশে উড়ে উড়ে! কখনো গাছের ডালে বসবে। কখনো মাটিতে নামবে খাবার জন্যে কোন বাধা নেই। আর কী সুন্দর এই ছোট ছোট পাখিগুলো একটু উড়তেও পারছে না, বাইরে যেতেও পারছে না। আমরা খাবার দিলে তবেই খাবে। না হলে চুপ করে মুখ বুঁজে থাকতে হবে ওদের।

ভাবতে ভাবতে জাহিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আবার তাকালো ওদের দিকে। কী ছোট্ট খাঁচাটা তার ভেতরে চারজন। উঠে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো। না, সেই চড়ুই দু'টোর নাম নিশানাও নেই। কোথায় কোন্ রাজ্যে উড়ে গেছে কে জানে।

www.pathagar.com

ফিরে এসে খাঁচার পাশে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসলো। ওরা চারজনই যেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ওর মনের কথা যেন বুঝতে পারছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো জাহিন, কিন্তু তাই বলে সেতো ভাবতে পারে না তাদের ছেড়ে দেবার কথা। পাখিগুলো উড়ে চলে যাবে, কী যে মায়া পড়ে গেছে ওদের ওপরে।

পাখির সব কাজ জাহিনই করে। ওদের খাবার দেয়, পানি দেয় বাটিতে করে। বাটির ভেতরে ডানা ডুবিয়ে গোসল করে ওরা, ময়লা করে ফেলে সে পানি। জাহিন বার বার সে পানি বদলে পরিষ্কার পানি দেয় বাটিতে করে। খাঁচাও পরিষ্কার করে জাহিন। কাজের ছোট ছেলে আলী মাঝে মাঝে করতে চায় ওসব। কিন্তু জাহিন দেয় না। তবে আলী পাখিদের কাছে এসে বসলে

জাহিন খুশিই হয়। ওকে জিজ্ঞেস করে, দ্যাখ তো আলী, ওরা রোগা হয়ে গেছে নাকি?

www.pathagar.com

আলী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, না। রোগা অইবে ক্যান ! কত কিছু খাইতে দ্যান অগো।

জাহিন বলে, আচ্ছা বাইরে যদি ওরা থাকতো ? তাহলে এর থেকে বেশি খাবার পেতো না কম পেতো, বলতো ?

ইস। এ্যার থন কত্তো কম পেতো। কই পাইবো এমুন ভালো ভালো জিনিস। দ্যাখেন না, বাটিগুলো কেমুন ভর্তি থাকে। অত খাইতেই পারে না।

কিন্তু বাইরে থাকলে তো ইচ্ছে মতো, পছন্দ মতো খাবার খেতো। এই একই রকম খাবার রোজ খেতে ওদের বুঝি আর ভালো লাগে না তাই না রে ? সেই জন্যেই বাটি ভরা থাকে।

আলী একথার কোন জবাব দেয় না।

জাহিন আবার বলে, আচ্ছা আলী, সেই পাখিওয়ালার সঙ্গে তোর দেখা হয় ?

—না তো ভাইয়া।

—দেখা হলে জিজ্ঞেস করিস তো, ওরা আর কি কি খায়। আর কি কি খেতে ভালবাসে ?

মাথা নেড়ে সায় দিলো আলী। তারপর নিজের কাজে চলে গেল।

সেদিন বিকেল বেলা জাহিন স্কুল থেকে এসে কাপড় বদলে খেয়ে নিয়ে খেলতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলো। টুটুলরা এর মধ্যেই সামনের মাঠে নেমেছে। এমন সময় ওর ঘন ঘন হাঁচি লাগলো। স্কুল থেকে আসতে বৃষ্টিতে একটু ভিজেছে কিনা।

www.pathagar.com

জাহিনের ভয় করতে লাগলো, এই বুঝি হাঁচির শব্দ আম্মা শুনে ফেললেন। তাহলেই বলবেন, আজ খেলতে যাওয়া হবে না।

আম্মার কি যে সব ভয় জাহিন ভাবে একটু হাঁচলে কি কাশলেই উনি বারণ করবেন খেলতে যেতে। ভাবতে ভাবতেই আবার হ্যাঁ-চ্চো।

আর রক্ষে নেই। আম্মা শুনতে পেয়েছেন। এসে বলতে লাগলেন, বলেছি না, বৃষ্টির পানি মাথায় পড়লে একটা না একটা কিছু হবেই। এখনো মেঘ আছে, না। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

আম্মার যেমন কথা তেমনি কাজ। কিন্তু ওর তো মনের দুঃখে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। সবাই মিলে চাঁদা তুলে বল কিনেছে আজই প্রথম ওই বল দিয়ে খেলা। কিন্তু উপায় নেই। তবু সে একবার অনুরোধ করে বললো আম্মাকে, যাই না আম্মা একটু। বৃষ্টি আসবে না। বৃষ্টি এলে চলে আসবো।

আম্মার ওই একই কথা। তার আর নড়বড় হবার জো নেই।

নীলু, টুটুল, মতীন কী মজা করে খেলছে। জাহিন ধীরে ধীরে পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। খাঁচাটা কাপড় মেলার তারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমনিভাবে রাখা হয় মাঝে মাঝে। জাহিন এসে খাঁচার গায়ে হাত রাখলো। নড়ে উঠলো খাঁচাখানা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছে ওরা কে জানে। জাহিনের খুব মায়া হলো।

ওপাশে একটু ঝোপের মত। কতগুলো শালিক আর ছোট ছোট কি সব পাখিরা কী সুন্দর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পোকা-টোকা হয়তো। এদিকের গাছগুলোতে পাখির বাসাও আছে অনেক কিচির মিচির শোনা যায়।

www.pathagar.com

এমন সময় সামনের মাঠ থেকে ওদের এক সাথে চীৎকার আওয়াজ শোনা গেল। গোল গোল করে চীৎকার করে উঠলো ওরা। জাহিনের সত্যিই কান্না পেলো এবার। কী মজা করে খেলছে ওরা। একটু হাঁচি হলেই কি এমন হয়।

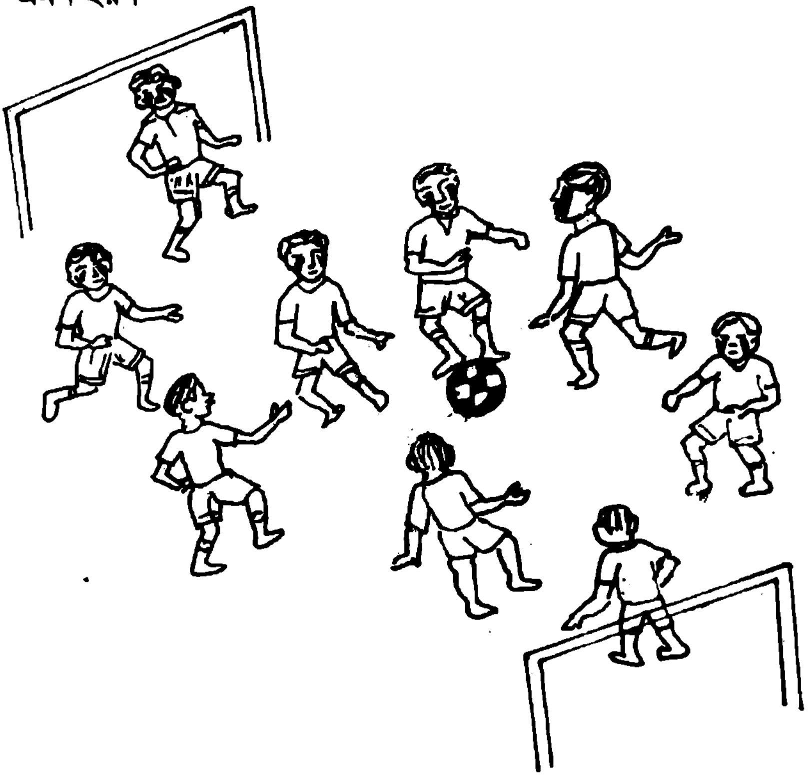

এক একবার ওদের হৈ হৈ আওয়াজ সন্ধ্যা হয়ে এলো প্রায়, জাহিন দেখলো আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় ওরা নিজের বাসায় ফিরছে বুঝি। আবার এক ঝাঁক যাচ্ছে, তারপর আরেক

www.pathagar.com

ঝাঁক। দেখতে যাচ্ছে, তারপর আরেক ঝাঁক। দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় জাহিন।

ধীরে ধীরে খাঁচার দরজায় খিলটা খুলে দেয় জাহিন। সঙ্গে সঙ্গে চারটি পাখিই উড়ে গিয়ে বারান্দার পাশেই ঝোপটার ওপরে বসলো। সেখান থেকে উড়ে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল ছোট্ট ছোট্ট পাখিগুলো। সেদিনের চড়ুইয়ের মত আর কোন চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না তাদের।

www.pathagar.com

জামতলায় শ্মশানঘাট

হোসেন মীর মোশাররফ

শ্রাবণ মাস। প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। পথে-ঘাটে পানি জমে আছে। সেখানে ব্যাঙের দল এন্তার ডেকে চলে। এমনি এক বর্ষণমুখর বিকেলে শহীদ মতিয়ুর স্মৃতি পাঠাগারে তিন বন্ধু মিলে গল্প করছিল। পলাশপুর হাই স্কুল থেকে তিনজনে এবারে এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে। হাতে প্রচুর অবসর। কথায় কথায় ভূতের প্রসংগ উঠলো।

হাবু টেবিল চাপড়ে বললো, ভূত বলে কিছু নেই। দীপু বললো, আমিও মনে করি ভূত নেই। আনু এতক্ষণ দু'জনের কথা শুনছিল। এবারে আমতা আমতা গলায় বললো, ঝড়-বাদলের রাতে বিলের ধারে যে আলো জ্বলে তা ভূত না হয়ে যায় না। হাবু ও দীপু আনুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো। দীপু বললো, বন্ধুবর ও কোন ভৌতিক আলো নয়। ওকে বলে আলেয়া। আলেয়া হলো গিয়ে এক ধরনের গ্যাস ....। দীপুর কথা শেষ

www.pathagar.com

হয়নি তখনো। এমন সময় ভেতরে প্রবেশ করলেন রায়হান সাহেব। পলাশপুর থানার সেকেণ্ড অফিসার। তিনিও পাঠাগারের সদস্য। বই বদলাতে এসেছিলেন। ভূতের ব্যাপারে তাকেও খুব উৎসুক মনে হলো। ঢোক গিলে বললেন, ভূত যে নেই তাই বা বলি কি করে? খাগড়াছড়িতে এক চাকমা মেহগনি গাছে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। পুলিশ রাতের বেলায় সেই মরদেহ গরুর গাড়ী করে মর্গে নিয়ে যাচ্ছিল পোষ্টমর্টেম করবার জন্যে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল গরুর গাড়ী থেকে লাশ

www.pathagar.com

উধাও। পুলিশ পরে খোঁজ করে দেখলো ঝুলছে মরদেহ আগের মতোই মেহগনি গাছে। এ ব্যাপারটি তোমরা ভৌতিক না বলে কি বলবে বলো দিকিন।

হাবু জানতে চাইলে চাচা, ঘটনাটি কি আপনার নিজের চোখে দেখা ? রায়হান সাহেব বললেন, নিজের চোখে অবিশ্যি দেখিনি। একজনের মুখে শুনেছি। হাবু এবারে প্রশ্ন করলো, যার মুখে শুনেছেন তিনি কি নিজের চোখে দেখেছেন ? রায়হান সাহেব ঢোক গিলে বললেন, না, তিনিও নিজের চোখে দেখেননি। আরেকজনের মুখে শুনেছেন।

হাবু এবারে বললো, ভৌতিক ব্যাপারগুলো এ রকমই। কেউ কোনদিন নিজের চোখে দেখেনি। সবাই শুধু বলে অমুকের মুখে শুনেছি।

রায়হান সাহেব বললেন, না বাপু তোমাদের সাথে একমত হতে পারলাম না। আমার ধারণা ভূত আছে। ভূত দেখবার জন্যে দূরে যাওয়ার দরকার নেই। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে জামতলার শ্মশান ঘাট। সেখানে দুনিয়ার যত ভূতের আড্ডা।

হাবু এমন সময় বললো, গত বছর শীতকালে টেষ্ট পরীক্ষা শেষে যাত্রা দেখে শ্মশান ঘাটের কাছ দিয়ে গিয়েছি। কই আমার চোখে তো কিছুই পড়েনি।

রায়হান সাহেব বললেন, হয়তো তুমি চোখ বন্ধ করে ভোঁ দৌড় দিয়েছিলে। নইলে ভূত চোখে পড়তোই।

একথা শুনে হাবু হো হো করে হেসে উঠে বললো, মোটেই তা নয়। রীতিমত চোখ খোলা ছিল।

www.pathagar.com

রায়হান সাহেব বললেন, তাহলে বলবো, তোমার খেয়াল ছিল না যে ওখানে শ্মশান ঘাট রয়েছে, কার বুকের পাটা আছে যে, গভীর রাতে জামতলা শ্মশান ঘাটে একা একা যায়। জান নিয়ে আর ফিরতে হবে না। ভূত জাপটে ধরে রাখবে।

হাবু বললো, এর জন্যে আবার বুকের পাটা লাগে নাকি ? বলুন তো যে কোন গভীর রাতে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারি।

রায়হান সাহেব হাবুকে বললেন, তাই যদি পারো তবে এই পাঠাগারে আমি একশোখানা গল্পের বই উপহার দেব। তবে তুমি যে মাঝরাতে সেখানে গিয়েছিল তার প্রমাণ রেখে আসতে হবে।

হাবু জানতে চাইলো, কি প্রমাণ ?

রায়হান সাহেব বললেন, আমি তোমাকে এক খণ্ড বাঁশ দেব। আরো দেব হাতুড়ি। শ্মশান ঘাটে যে জায়গায় মরদেহ পোড়ানো হয়, সেখানে একটা সিমেন্টের চাতাল আছে। গভীর রাতে চাতালের পূর্ব পাশের মাটিতে সেই বাঁশ পুঁতে আসতে হবে। ভোর বেলায় তাই দেখে বুঝবো তুমি জয়ী হয়েছো। তবে তোমাকে একাই যেতে হবে কিন্তু।

হাবু মহা উৎসাহে বললো, এ খুবই সোজা কাজ। এখন বলুন কবে যাব ?

রায়হান সাহেব বললেন, আজ সোমবার। শনিবার মাঝ রাতে যাও। শুনেছি শনিবারে শনির দশার জন্যে ভূতের উৎপাত বেশী হয়।

জামতলা শ্মশান ঘাট কামরাঙা বিলের পাড়ে খুবই নির্জন এলাকায় অবস্থিত। সেখানে রাতের বেলাতো দূরের কথা, দিন দুপুরেই নেহাৎ দরকায়

www.pathagar.com

না পড়লে লোকজন যায় না। শ্মশান ঘাটের আশেপাশে বড় বড় তেঁতুল গাছ। নীচে ঝোঁপ-ঝাড়। নানান রকমের বুনো লতাপাতা গজিয়েছে সেখানে।

চ্যালেঞ্জের কথা হাবু বাড়ীর কাউকে জানালো না। বাবা-মা জানতে পারলে নিশ্চয়ই বাধ সাধবেন। হাবু ভাবলো, পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা আরো একশো বাড়লে মন্দ কি? তাই এই চ্যালেঞ্জ জিততেই হবে।

শনিবার রাতে হাবু তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিল। ও থাকে বাইরের কাচারী ঘরে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে হাতুড়ি ও বাঁশের টুকরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। দু' পাশে ধান ক্ষেত। মাঝখানে আইল। তাই ধরে এগোলো। একটু পরে সড়কে এসে পা রাখলো। রাত ক্রমেই বেড়ে চললো। গোটা এলাকায় অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কানে শুধু ভেসে আসে শেয়ালের ডাক। কোথায় যেন একটা হুতুম পেঁচা ডেকে উঠলো। দূরে একটা শিমুল গাছ। কি একটা রাত জাগা পাখি পাখা ঝাপটালো সেই গাছের ডালে। কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছিল। কেমন করুণ লাগছিল তার ডাক। ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিরামহীন ডাক কান ঝালাপালা করে দেয়। জোনাকিরা জ্বলে আর নেভে বাঁশ ঝোঁপের আড়ালে-আবডালে। হাবুর পায়ের তলায় শুকনো বাঁশ পাতা মচমচ করে ওঠে। একটা বাঁশ পথের মাঝখানে হেলে পড়েছিল। হাবু তাতে বাধা পেল। অন্য কেউ হলে ভয় পেতো। কিন্তু হাবু ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। সাহসে ভর করে এগিয়ে চললো।

জামতলা শ্মশান ঘাটে হাবু যখন পৌঁছালো তখন বেশ রাত হয়েছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। শ্মশান ঘাটের চাতাল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছিল। একটু পরেই মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়লো। অন্ধকার তাই ঘনীভূত হলো।

www.pathagar.com

হাবু চটপট চাতালের পূর্ব পাশে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো। এরপর বাঁশের টুকরো হাতুড়ির ঘায়ে মাটিতে পুঁতে

ফেললো। এবারে যেই উঠতে গেল অমনি কে যেন তার পরণের পানজাবী সামনের দিক থেকে টেনে ধরলো। কেউ কি তবে মাটিতে শুয়েছিল যে এখন তার পানজাবী টেনে ধরেছে। চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারছে না হাবু। বেশ শক্ত করে পেচে ধরে রেখেছে পানজাবী। ভয়ে হাবুর বুক ধুক ধুক করতে লাগলো। গলা শুকিয়ে এল। কোন মতে ঢোক গিলে তাকালো সামনের দিকে। এবারে যা দেখতে পেল তাতে তার চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। মেঘ সরে যাওয়ায় জোসনা ঝরে পড়ছিল। তারই আলোকে হাবু দেখলো গাছের একটা ডাল শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই ডালে বড় বড় পাতা। সচল সেই গাছের ডাল তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে হাবুর গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

জ্ঞান ফিরলে হাবু দেখলো থানার সরকারী হাসপাতালের একটি বেডে শুয়ে আছে। শিয়রের কাছে ডাক্তার। পাশেই দীপু আর রায়হান সাহেব।

পরে সব রহস্য জানা গেল। শ্মশান ঘাটে হাবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে তাড়াতাড়ি মাটিতে বাঁশের খুঁটি পুঁততে গিয়ে পরণের ঢোলা পানজাবী সহ খুঁটি পুঁতে ফেলেছিল। দাঁড়াতে গিয়েই তাই বিপত্তি। এদিকে হাবুকে না জানিয়ে সে যাতে কোন বিপদে না পড়ে সে জন্যে অন্য পথে মামার বাড়ী থেকে শ্মশান ঘাটে গিয়েছিল দীপু। তার মাথার ওপরে পই পই করে উড়ছিল এক দংগল মশা। সুযোগ পেলেই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল দীপুর চোখে মুখে। মশা তাড়ানোর জন্যে দীপু একটা আম গাছের ডাল ভেঙ্গে তাই দিয়ে মাথার ওপরে মশা তাড়াচ্ছিল আর পথ এগোচ্ছিল। গাছের সেই ডালকে হাবু ভেবেছিল শূন্যে ভাসমান ভৌতিক কোন জিনিস। হাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল দীপু। পরে সে-ই মামা বাড়ী থেকে লোকজন এনে তাকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করে।

রায়হান সাহেব হাবুকে বললেন, পাঠাগারে একশো গল্পের বইতো আমি দেবোই। সেই সাথে বোনাস হিসেবে পাবে একটা নতুন পানজাবী। বাঁশের খুঁটি মাটিতে পুঁততে গিয়ে তোমার পরণের পানজাবীর দফারফা হয়েছে।

সবাই একথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো।

৫—

www.pathagar.com

বিচার

জামান মনির

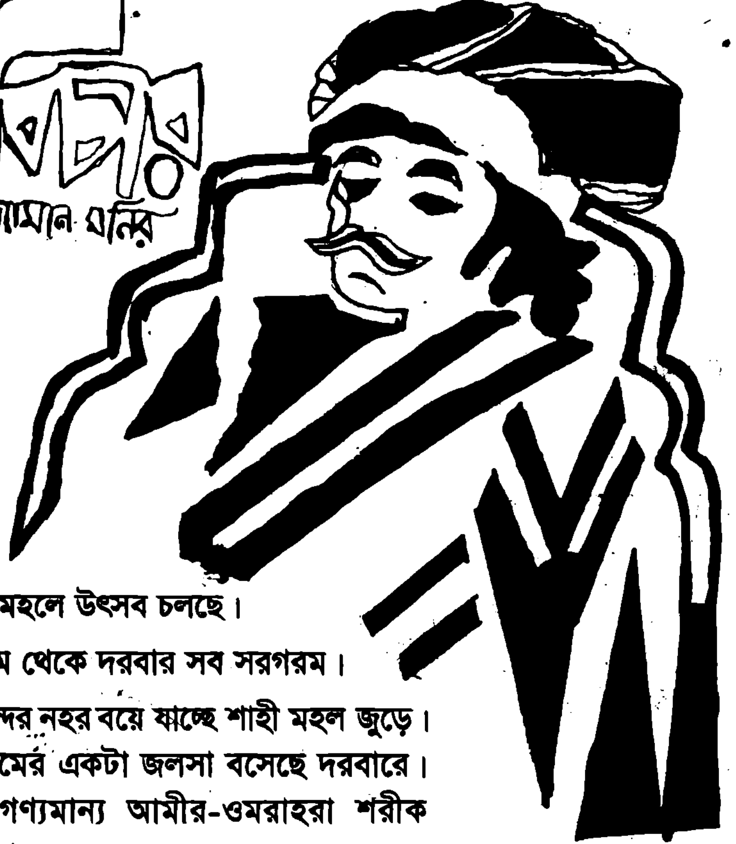

শাহী মহলে উৎসব চলছে।

হেরেম থেকে দরবার সব সরগরম।

আনন্দের নহর বয়ে যাচ্ছে শাহী মহল জুড়ে। বড়ো রকমের একটা জলসা বসেছে দরবারে। রাজ্যের গণ্যমান্য আমীর-ওমরাহরা শরীক হয়েছেন তাতে।

ঠিক এমনি সময় বেজে উঠলো ইন্‌সাফী ঘন্টা। এ মহল, সে মহল, দরবারে মিলিয়ে ষাটটা ঘন্টা এক সাথে বেজে উঠলো ডিং ডং ডিং ডং।

অমনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন সম্রাট জাহাংগীর। ভাবাবেগে বলে উঠলেন,

www.pathagar.com

না-না, আজ আর বিচার নয়। আজ শুধু উৎসব আর আনন্দ। আনন্দ আর উৎসব।

বলতে বলতে একটু থামলেন। সামনের এক প্রহরীকে হুকুম করলেন। না, হুকুম নয়, অনুনয়ের সুরে বললেন, যাও প্রহরী ! তাঁকে বলো, এই আনন্দের দিনে বিচার নয়। সে যেন কাল আসে বিচার চাইতে। আগামী কাল। চলে গেলো প্রহরী। বিচার প্রার্থীকে সে কথা জানাতে।

সম্রাট জাহাংগীর মেতে উঠলেন আবার। মেতে উঠলেন আনন্দ উৎসবে। খুশীর ফোয়ারা ছুটতে লাগলো শাহীমহল জুড়ে।

কিন্তু, তা ওই একটা দিন মাত্র।

পরদিন আবার দরবার বসলো যথানিয়মে। আমীর-ওমরাহরা এলেন। এলেন উজির-নাজির-অমাত্যবর্গ। নিজ নিজ আসন নিলেন তাঁরা।

এবারে সম্রাটের আগমন বার্তা ঘোষিত হলো। বেজে উঠলো শিংগা।

নকীব [illegible] শোহরৎ দিলো, শাহেন শাহ্-এ হিন্দ, নুরুদ্দীন মোহাম্মদ জাহাংগীর গাজী দরবারে সমাসীন।

[illegible] উঠে দাঁড়ালেন দরবারের সবাই।

সম্রাট জাহাংগীর এসে বসলেন সিংহাসনে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও এসে বসেছেন সম্রাটের অনতিদূরে।

শুরু হলো রাজকার্য।

বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদাররা পত্র পাঠিয়েছেন। সেসব পত্রের কোন্টার জবাব কেমন হবে তা পত্রনবীশকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

কিছু কিছু মৌখিক সংবাদও এসেছে। গুপ্ত সংবাদ। সেগুলোও শুনছেন মন দিয়ে।

ঠিক এমনি সময় বেজে উঠলো সেই ইনসাফী ঘন্টা। এ মহল সে মহল-দরবার মিলিয়ে ষাটটা ঘন্টা এক সাথে বেজে উঠলো, ডিং ডং ডিং ডং।

মাথা তুললেন সম্রাট জাহাংগীর। এক প্রহরীকে হুকুম করলেন, যাও প্রহরী। বিচারপ্রার্থীকে নিয়ে এসো দরবারে।

জো হুকুম জাঁহাপনা। বলে প্রহরী চলে গেলো হুকুম তামিলে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ !

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো প্রহরী। পিছনে এক সদ্য বিধবা স্ত্রীলোক। মাথার চুল তার উস্কো-খুস্কো। পোশাকে দারিদ্রের ছাপ। চোখে-মুখে বিষাদ-কালিমা।

কুর্ণিশ করে দু' হাত জুড়ে দাঁড়ালো বিধবা।

—কি ফরিয়াদ তোমার? মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন সম্রাট জাহাংগীর।

—ইন্‌সাফ চাই জাঁহাপনা ! ইন্‌সাফ চাই ! হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো বিধবাটি।

—কিসের ইন্‌সাফ চাও? কি তোমার ফরিয়াদ?

করুণ স্বরে আর্জি পেশ করলো বিধবা ঃ আলমপনাহ্ ! আমরা জাতে ধোপা। গতকাল সকালে আমার স্বামী কাপড় কাচ্‌ছিলো নদীতে। সেই সময় শাহী মহল থেকে তীর ছুঁড়েছে কেউ। সেই তীরে আমার স্বামী ...।

আর বলতে পারলো না বিধবা। কেঁদে ফেললো হাউ-মাউ করে।

কিন্তু, তার আগেই চমকে উঠলেন বাদশাহ জাহাংগীর। শাহী মহল থেকে তীর !

চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। বুকটা তাঁর মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো ধোপানীর কান্নায়। কপালে ফুটে উঠলো চিন্তার রেখা।

কে তীর ছুঁড়লো শাহী মহল থেকে।

বাদশার চিন্তিত মুখের পানে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উজির। বললেন, না জাঁহাপনা ! ধোপানীর কথা সত্যি হতে পারে না, যেহেতু নদীর দিকে হেরেম, সেখানে কে এমন আছেন, যিনি তীর ছুঁড়বেন?

www.pathagar.com

উজিরের মুখের পানে তাকালেন বাদশাহ জাহাংগীর। বললেন, হেরেম থেকে তীর ছোঁড়বার কেউ নেই, একথা কেন বলছেন ? বেগম সাহেবা কি থাকেন না হেরেমে ?

তাঁর কাছেই এ ব্যাপারে খোঁজ নেবার আদেশ দিচ্ছি।

ঝরোকার ভেতর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। বুকটা তাঁর কেঁপে উঠলো ধোপানীর ফরিয়াদে। সত্যিই তো তিনি গতকাল সকালে তীর ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু, সে তো একটা পাখী মারবার উদ্দেশ্যে। তাতেই কি প্রাণ হারিয়েছে বদনসীব ধোপা ! ...

উজিরের কাছে কথাটা অস্বীকার করতে পারলেন না সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। বললেন, জ্বী হ্যাঁ, গতকাল তীর ছুঁড়েছিলাম একটা পাখি মারতে। তাতে ধোপা নিহত হয়েছে কিনা তাতো জানি না উজির সাহেব !

জবাব নিয়ে ফিরে এলেন বটে কিন্তু প্রথমে কোন কথা বলতে পারলেন না।

অগত্যা, গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বাদশাহ জাহাংগীর, কি শুনলেন উজির সাহেব ?

উজির সাহেব একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন, জ্বী হ্যাঁ। জাঁহাপনা বেগম সাহেবাই তীর ছুঁড়েছিলেন গতকাল।

জবাব শুনে আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বার বার কপালে হাত ঘষলেন। তারপর এক সময় বলে উঠলেন—আইন-আইনই। সেখানে আমীর-গরীব, রাজা-প্রজা, সব সমান।

www.pathagar.com

বলতে বলতে একটু থামলেন তিনি। বললেন, খুনীর বিচার হবে আমার দরবারে। সাধারণ কয়েদীদের সাথে।

তাঁর হুকুমের প্রতিবাদ করে উঠলেন আমীর-ওমরাহ্-সভাসদগণ।

করজোড়ে বলে উঠলেন, না জাঁহাপনা, এ হুকুম আপনি ফিরিয়ে নিন। সাধারণ কয়েদীদের সাথে বেগম সাহেবাকে দাঁড় করালে মোগলদের অপমান হবে আলীজাঁ। না, এ হতে পারে না। এ হুকুম আপনি ফিরিয়ে নিন।

শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠ বাদশাহর। বলে উঠলেন, মান-সম্মানের প্রশ্ন এখানে নয়, সভাসদগণ। আমি সুবিচার করতে চাই। যে অপরাধ করে সে অপরাধী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে অপরাধী রাজা হোক আর প্রজা হোক তার ক্ষমা আমার কাছে নেই।

—তবু জাঁহাপনা ! একটু রহম অন্তত করুন। কাতর ফরিয়াদ জানালেন সভাসদবর্গ।

অতপর সিংহাসন থেকে নেমে এলেন বাদশাহ।

www.pathagar.com

এসে দাঁড়ালেন ধোপানীর সামনে। তরবারি খুলে তার সামনে নতজানু হলেন। বললেন, বেগমের অপরাধের শাস্তি দাও। আমাকে কতল করে তোমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নাও।

কেঁপে উঠলো দরবার। সামান্য এক ধোপার জীবনের বিনিময়ে ভারত সম্রাটের জীবন। না না, এ হতে পারে না। এ হতে পারে না!

থর্থর্ কেঁপে উঠলো ধোপানী। বললো, আলমপনাহ্, আপনার বিচারে আমি মুগ্ধ। সামান্য এক ধোপার প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে চাচ্ছেন আপনি। এর চেয়ে ন্যায় বিচার আর কি হতে পারে জাঁহাপনা! এক্ষুণি আমার সমস্ত অভিযোগ তুলে নিচ্ছি হুজুর।

আবার সিংহাসনে বসলেন বাদশাহ। খাজাঞ্চীকে হুকুম দিলেন, এক শ' রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে।

বার বার কুর্ণিশ করলো ধোপানী। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

হাঁপ ছাড়লেন সভাসদবর্গ। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল বাদশাহ জাহাংগীরের নামে।

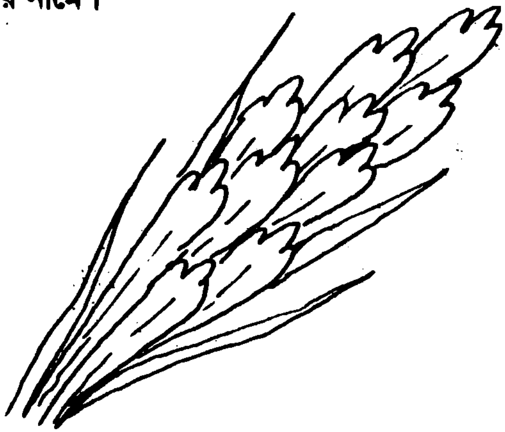

www.pathagar.com

পাখির মায়ের কান্না

শাহজাহান বিন রশিদ

রাতের তারাগুলো কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। সুবহে সাদেক থেকে আজরের ঘুম নেই। পাখির বাচ্চা ধরতে হবে। সারারাত সে একবার জেগেছে আবার ঘুমিয়েছে। এপাশ-ওপাশ করতে করতে চিন্তায় ঘুম আসে না। চোখের সামনে বাচ্চা দু'টোর ছবি বার বার ভেসে উঠছে। কি মজা! পাখির বাচ্চা দিয়ে আজর খেলবে। সেগুলো বড় হবে। আজরকে ডাকবে। ইত্যাদি কত কি ভাবনা নিয়ে পা বাড়ালো আজর। একটি ভাবনাই তাকে অস্থির করে তুলছে ঃ কখন পাখির বাচ্চাগুলো সে কোলে তুলে আনবে।

৬—

www.pathagar.com

এক পা এক পা করে এগুতে থাকল আজর। এদিক ওদিক ভালভাবে দেখে নিল কেউ আছে কিনা। না, কেউ নেই। মুয়াজ্জিনের আযান শেষ হয়েছে সেই কখন। আব্বু এখন নিশ্চয়ই নামাযে শামিল হয়েছেন। এখনি মোক্ষম সুযোগ। মাকে দেখছে অযু করতে। মা নাকে পানি নিচ্ছে গড়গড়া করছে, সেই ফাঁকেই তো আজর বেরিয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল আব্বু বলেছিলেন ঃ আজর, নামায কখনো কাযা করো না। শত কাজ থাকলেও সময় মতো নামায পড়ে নিও। এ আল্লাহর হুকুম। নামাযের ব্যাপারে কোন ক্ষমা নেই।

কথাগুলো শত ঘুরপাক খাচ্ছে আজরের মনে। তার থেকেও বেশি মনে পড়ছে পাখির বাচ্চার কথা। আহা ! কি সুন্দর বাচ্চাগুলো। গতকাল বিকেলে একবার উঁকি দিয়ে সে দেখে এসেছিল। বেশ নাদুস-নুদুস বাচ্চা। আজর চিন্তায় অস্থির, কি করবে সে ? নামায আগে পড়বে, না বাচ্চাগুলো আগে আনবে।

যদি বাচ্চাগুলো কেউ নিয়ে যায় এই ফাঁকে, তাহলে তো সর্বনাশ। সব আশা-আকাংখা শেষ হয়ে যাবে। হঠাৎ মনে পড়ল তার বন্ধু মুত্তালিবের কথা। পাখির বাসায় হাত দিতে গিয়ে সাপে কামড়িয়েছিল। তিন দিন তিন রাত ব্যথায় যন্ত্রণায় নীল হয়ে পর মারা গেল। আজরের বুক ধক্ করে উঠল। এমন আলো-আঁধারিতে পাখির বাসায় কিংবা আশে-পাশে কোথাও সাপ থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে কি করা ! আল্লাহর হুকুম তামিল না করে বাচ্চা আনতে গিয়ে যদি কোন দুর্ঘটনা হয় তাহলে না হবে নামায পড়া, না হবে বাচ্চা আনা। এক অজানা আতংকে আজরের গা রি রি করে উঠল। না, আর দেরী নয়। এক্ষুণি নামায পড়ে ফেলি। আল্লাহর হুকুমও তামিল হবে আমার আশাও পূরণ হবে। অন্ধকার ঘুচে গেলে আর দেরী না করেই বাচ্চা নিয়ে আসব। দোয়া পড়ে আজর অযু করতে লাগল। মনে

www.pathagar.com

পড়ল মায়ের কথা। মা কি সুন্দর করে গড়গড়া করেন। মুখের মধ্যে পানি যেন ঝর্ণার মত বাজে। মায়ের মত আজরও অযু করল। দাদাকে বলতে শুনেছে অযুর পরে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কলেমা শাহাদাত পড়লে নাকি খুব সওয়াব হয়। কিন্তু এখন যে সময় নেই, আগে নামায পড়তে হবে। পরে পাখির বাচ্চা যে আনতেই হবে। না আর দেরী করা যায় না। দাদার মুখে শুনা হাদীসের কথা এখন তার মাথায় বেশি নাড়া দিচ্ছে না। আগে নামায পড়ে নিই। ইস্, টুপি যে ঘরে রয়ে গেল তাহলে উপায় ? টুপি ছাড়াও নামায হয়, একথা আজর জানে। তাই আর দেরী না করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল—আল্লাহু আকবার। দু' রাকাত সুন্নত আর দু' রাকাত ফরয পড়তে আজরের বেশি সময় লাগল না। সংক্ষিপ্ত মুনাজাতে আজর মা বাবার জন্যে দোয়া করল। পাখির বাচ্চার কথাও ভুললো না। আল্লাহ, বাচ্চাগুলো যেন আমার জন্যে থাকে। এবার আর কিছুতেই সে কারো কথা শুনবে না, যেই কথা সেই কাজ। আল্লাহর নাম নিয়ে সে রওয়ানা হলো।

বাসার নিকটে যতই যাচ্ছে ততই তাঁর শিহরণ বেড়ে যাচ্ছে। গা কাঁপছে। বাচ্চাগুলো আছে তো ? কায়দা করে উঁকি দিয়ে দেখল তন্দ্রাচ্ছন্ন বাচ্চাগুলো নড়ে-চড়ে উঠছে। পাখির মাও নেই। আজরের খুশি আর ধরে না। এমন সুযোগ কে কখন পেয়েছে। দেরী না করে বাচ্চাগুলো তুলে নিল। এতক্ষণে তার শখ পূরণ হতে চলল ভেবে আজর আনন্দে আত্মহারা।

হঠাৎ পাখির মা খাবার নিয়ে বাসার নিকট বসতেই বাচ্চার জন্যে কিচিরমিচির শুরু করলো। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আজরের দিকে ছুটে আসতে দেখে আজর দেয় ছুট। এক দৌড়ে সে তার বাসায় এসে হাজির। পিছন ফিরে দেখে পাখির মাও তার সামনে বিলাপের সুরে বাচ্চাগুলো ফিরিয়ে দিতে যেন অনুনয় বিনয় করছে।

www.pathagar.com

আজরের মনও যেন কেমন করে উঠল ?

আজর কি করবে, ভেবে কুল পাচ্ছে না। তার শখ সে বাচ্চাগুলো পোষ মানাবে, দুধ কলা খাইয়ে বড় করে তুলবে কিন্তু এখন উপায় ?

মা বললেন, আজর তুমি এ কী করলে ? দেখছ না বাচ্চার জন্যে পাখির মা কিভাবে ডানা ঝাপটিয়ে কান্নার রোল তুলছে। আজর, বাবা আমার, পাখির বদদোয়া নিও না। তুমি বাচ্চাগুলো ফিরিয়ে দাও। যেখান থেকে এনেছো সেখানে দিয়ে এসো।

আজরের মন খারাপ হয়ে গেলো। এত কষ্ট করে সে বাচ্চাগুলো ধরে এনেছে, এখন আবার রেখে দিতে হবে। না কিছুতেই না। তার জিদ চেপে গেল। বাচ্চাগুলোর মাকে সে মারতে উদ্যত হলো কিন্তু পারল না। একবার মাথার উপর বসে, আবার কাঁধে বসে। এভাবে পাখি তার বাচ্চার জন্যে পাগলের মত নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও যেন কুণ্ঠিত নয়। আজর বড্ড বিপাকে পড়ল। এমন অবস্থাতে সে কখনো পড়েনি। বাচ্চার জন্যে মা এমন করে, সে আগে কখনো ভাবেনি। আজরকে ধমক দিয়ে মা বললেন, দেখ আজর, তুমি খুব অন্যায় করছো। এখন তুমি কি করবে ভেবে দেখো। না হয় এক কাজ করো, তুমি নবীজীর (সা) নিকট বাচ্চাগুলো নিয়ে যাও। তিনিই তোমাকে বলে দেবেন কি করতে হবে।

এতক্ষণে আজর যেন কূল-কিনারা পেল। নবীজী (সা) তাকে খুব আদর করেন। সালাম দেন, মাথায় হাত রেখে দোয়া করেছেন অনেক দিন। এখন তিনি নিশ্চয়ই আমাকে একটি উপায় বলে দেবেন। কিভাবে বাচ্চাগুলো রাখতে হবে। ঠিক আছে, আমি নবীজীর কাছে যাব। আমি আমার শখের কথা নবীজীকে (সা) খুলে বলব। হাতে বাচ্চা নিয়ে আজর চলল নবীজীর কাছে। বাচ্চাগুলোর মা-ও তার পিছন পিছন উড়ে চলল। এবার যেন সে

www.pathagar.com

আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আজরের মনে পড়ে গেল তার মায়ের কথা। কিছুদিন আগে যখন আজরের জ্বর হয়েছিল তখন মা তাকে কী সেবা-যত্নই না করেছে। কপালে পানি দিয়েছে। গালে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া চেয়েছে। আল্লাহ, আমার আজরকে ভাল করে দাও। আজর আনমনা হয়ে গেল। মায়ের চোখের পানি যেন সে দেখছে পাখির মায়ের চোখে। আজর চিন্তা করল ঃ আমার মা যেমন আল্লাহর নিকট দোয়া চেয়েছে, আমি যেন সুস্থ হয়ে মায়ের বুকে ফিরে যাই। বাচ্চাগুলোর জন্যও বোধ হয় তাদের মা আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে বলছে, আল্লাহ আমার বাচ্চাগুলো আমাকে ফিরিয়ে দাও। আবার ডানা ঝাপটিয়ে চেষ্টাও করছে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে।

www.pathagar.com

ততক্ষণে সে নবীজীর (সা) নিকট এসে হাজির। নবীজী (সা) আজরকে দেখে মুচকি হাসলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, কি হয়েছে আজর, পাখির বাচ্চা কোথায় পেলে? আজর এক রকম কেঁদে ফেলল। নবীজীকে ঘটনা খুলে বলল। অনুনয় বিনয় করল রাসূল (সা) যেন একটা সুরাহা করে দেন। নবীজী পাখির মায়ের আচরণ দেখে ব্যথিত হলেন। তিনি আজরকে আদর করে বললেন, দেখ আজর তোমাকে কেউ কি তোমার মায়ের নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারবে? কেউ যদি তেমনটি করার চেষ্টা করে তোমার মা তখন কি করবেন? দেখ, পাখির মায়ের কান্না দেখ। তোমার কি তোমার মায়ের কথা মনে পড়ে না। নবীজীর চোখে পানি ছল ছল করে উঠল।

তিনি আজরের মাথায় হাত রেখে চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। আজর নিজের ভুল বুঝল। অনুতপ্ত হল। চোখের কোণে জমা পানি এক সময় আজরের গাল বেয়ে টপ টপ করে পড়তে লাগল।

নবীজী বললেন ঃ যাও আজর, বাচ্চাগুলো তাদের বাসায় রেখে এসো। আজর তাই করল। আজর দেখল, মা পাখির কান্না থেমে গেছে। মা ডানা দিয়ে আগলে ধরেছে তার দু'টি বাচ্চাকে। এ দৃশ্য দেখে আজরের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। ছুটে গেল মায়ের কোলে। মা স্বস্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আজর অনুভব করল, কোন মা-ই তার বাচ্চাকে হারাতে চায় না। এতক্ষণ পাখির মাকে কষ্ট দেবার জন্যে আজর নিজেকে অপরাধী মনে করলো।

এক ফোটা চোখের পানি মায়ের চোখ থেকে আজরের মুখে পড়তেই আজর তাকিয়ে দেখে, মা-ও কাঁদছেন।

www.pathagar.com

কুঁচো চিংড়ির কৃতজ্ঞতা

সংকলনে ▲ বদরে আলম

www.pathagar.com